ফাতওয়া নাম্বার: ১৬৩ প্রকাশকালঃ২৬-০৩-২০২১ ইং

জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ প্রদান করার হুকুম কী?

প্রশ্ন:

ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠান যদি তাগুত সরকারের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে ঘুষ প্রদান করে তাহলে তা কি জায়েয হবে?

প্রশ্নকারী- আফিফ আল আদনান

উত্তরঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما

ঘুষ দেয়া নেয়া উভয়ই হারাম এবং লানতযোগ্য অপরাধ। হাদিসে দাতা গ্রহীতা উভয়ের উপর লানত করা হয়েছে।

عن عبد الله بن عمرو، قال: لعن رسول الله - ﷺ - الراشي والمرتشي". — سنن الترمذي 1337 قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. سنن أبي داود 3580، سنن ابن ماجة 2313، قال المحقق شعيب الأرنؤوط رحمه الله: إسناده قوي .

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই

লানত করেছেন।” –সুনানে তিরমিযি: ১৩৩৭, সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৮০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৩১৩

অবশ্য জুলুম থেকে বাঁচার জন্য বা নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য একান্ত বাধ্য হলে ঘুষ দেয়ার অবকাশ আছে। এতে ঘুষদাতা গুনাহগার হবে না; ঘুষ গ্রহীতা সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে। দেখুন, মাআলিমুস সুনান-খাত্তাবি: ৪/১৬১, আলমুহাল্লা: ৮/১১৮

সুতরাং কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঘুষ না দিলে যদি বাস্তবেই তাগুত সরকারের জুলুমের শিকার হয়, তাহলে তাদের জন্য ঘুষ দেয়া নাজায়েজ হবে না।

বিভিন্ন আসার ও হাদিসের আলোকে ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

ووجه آخر من الرشوة، وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه، فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها ... فهذا الذي رخص فيه السلف إنما هو في دفع الظلم عن نفسه بما يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه. –أحكام القرآن 2\541-542، دار الكتب العلمية

ঘুষ প্রদানের আরেকটি বৈধ ক্ষেত্র হল, জুলুম থেকে বাঁচার জন্য শাসককে ঘুষ দেয়া। এ ধরনের ঘুষ; গ্রহণকারীর জন্য নেয়া হারাম, প্রদানকারীর জন্য নিষিদ্ধ নয়। ... সালাফে সালিহিন জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দেয়ার এ ক্ষেত্রটি জায়েয বলেছেন, যখন কেউ তার ওপর জুলুম করতে চাচ্ছে বা সম্ভ্রমহানি করতে চাচ্ছে। –আহকামুল কুরআন: ২/৫৪১-৫৪২

ফাতাওয়ায়ে শামীতে এসেছে,

دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعني في حق الدافع اهـ – رد المحتار: 423/6

"জালিম শাসকের জুলুম হতে নিজ জান-মাল বাঁচানোর জন্য এবং নিজ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জালিম শাসককে সম্পদ প্রদান করা দাতার জন্য ঘুষ বলে গণ্য হবে না।" –ফাতাওয়া শামী: ৬/৪২৩

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

১০-০৮-১৪৪২ হি.

২৪-০৩-২০২১ ইং